নাগরিকপঞ্জি তথ্যসম্বলিত প্রশ্ন - উত্তর

কৌশিক ব্যানার্জী

আজ সারা দেশ জুড়ে এন আর সি - সি এ এ (ক্যা) - এন পি আর বিরোধী যে আন্দোলন তা মূলত নাগরিকদের স্বতঃস্ফূর্ত ও নিজস্ব উদ্যোগেই গড়ে উঠেছে। বাংলার ক্ষেত্রে এ কথা সত্যি। এই লড়াই জিততে হলে নাগরিক উদ্যোগকে বড় বড় মিছিল, মিটিং করার পাশাপাশি প্রতিটা পাড়ায়, প্রতিটি বাড়িতে যেতে হবে। এই লড়াই কোনও একটি জাতি, ধর্ম, ভাষা বা দলের নয়। এই লড়াই সব দেশবাসীর। নিজের নাগরিকত্ব, পরিবারের নাগরিকত্ব বাঁচানোর স্বার্থেই বন্ধ করাতে হবে এন পি আর আর এন আ রসি । বাতিল করাতে হবে সি এ এ (ক্যা)। নাগরিকত্ব ছেলেখেলা নয়। নাগরিকত্ব একবার চলে গেলে বাকি সব অধিকারই চলে যাবে। এ কথা মাথায় রেখেই আমরা আজকে রাস্তায় নেমে একজোট হয়েছি। আমরা ঘরে ঘরে গিয়ে এন আর সি - ক্যা - এন পি আর নিয়ে সত্যি কথাগুলো সবাইকে জানাতে চাই। যাতে বিপদটা বুঝে নিয়ে, নিজেদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতে পারি। আসুন, জেনে নিই সত্যি কথাগুলো।

- এন পি আর কী ? এন আর সি কী ?

এন পি আর শুরু হচ্ছে ১ লা এপ্রিল থেকে। এন পি আর মানে "ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টার"। বাড়িতে সরকারি আধিকারিকরা আসবনে ফর্ম নিয়ে । একটা জরুরি কথা ; এন পি আর আর জনগণনা (সেন্সাস) শুনতে একরকম হলেও আসলে একদম আলাদা। সেন্সাস ঘোষণা হয়েছে সেন্সাস আইন ১৯৪৮ অনুসারে, আর এন পি আর হতে চলেছে নাগরিকত্ব আইন ২০০৩ অনুসারে। সরকার চালাকি করে এনপিআর আর সেন্সাস একসাথে করার চেষ্টা করছে , যাতে মানুষ বুঝতে না পেরে এন পি আর - এ তথ্য দিয়ে দেয়। মনে রাখবন , একবার এন পি আর - এ তথ্য দিয়ে দিলেই কিন্তু আপনার এ নার সি প্রক্রিয়া চালু হয়ে গেল।

- সরকার যে বলেছে এন আর সি , এন পি আর হবে ?

এন পি আর -ই হল এন আর সি - র প্রথম ধাপ। এন পি আর - এ জিজ্ঞেস করবে আপনার বাবা মায়ের জন্মস্থান জন্মতারিখ , শেষ ঠিকানা , মাতৃভাষা। জিজ্ঞেস করবে নাগরিকত্ব কী যে উত্তর আপনি দেবেন , এবং যদি বাবা-মায়ের জন্মভিটে বা জন্ম তারিখ সঠিক বলতে না পারেন , তা সরকারি খাতায় উঠে যাবে। বাবা মায়ের জন্মস্থান ও তারিখ খুব কম মানুষই জানেন। পরে আপনার নাগরিকত্বকে বিপদে ফেলতে ওরা এই উত্তরগুলোকে ব্যবহার করবে।

- সরকার যে বলেছে এন পি আর - এ কাজ দেখাতে হবে না ?

সরকার লোক ঠকাচ্ছে। এটা ঠিক যে , এন পি আর চলাকালীন আপনাকে কাগজ দেখাতে হবে না। কিন্তু এন পি আর একবার হয়ে গেলে আসল খেলা শুরু হবে। আপনার কাগজ না দেখেই , কোনও প্রশ্নের উত্তরে যদি সরকারের সন্দেহ হয় ,

তাহলে আপনাকে ওরা ''সন্দেহভাজন নাগরিক'' (ডাউটফুল সিটিজেন) হিসেবে ঘোষণা করবে। এবং আপনার নাম ওরা এনআরসিতে তুলবে না। কারুর বাপ - মায়ের জন্মডিটে বাংলাদেশ হলে, কারুর ধর্ম - জাত - ভাষা ওদের অপছন্দ হলে, বা কারুর উত্তর ওদের মনমত না হলেই ওরা এটা করবে। তখন আপনাকে সমস্ত কাগজ দেখিয়ে নব্বই দিনের মধ্যে নিজেকে নাগরিক বলে প্রমাণ করতে হবে। এ আমাদের মনগড়া কথা নয় বাজপেয়ী সরকারের আমলে পাশ হওয়া ২০০৩ -এর নাগরিকত্ব আইনে ধাপে ধাপে কীভাবে দেশজুড়ে এন আর সি করা হবে তা লেখা আছে।

• আসামের এনআরসি - তে কী হয়েছে ?

আসামের এন আর সি - তে ১৪ টা ডকুমেন্টের মধ্যে থেকে কাগজ জমা দিয়ে আবেদন করেছিলেন ৩ কোটি ২০ লক্ষ মানুষ। সবাইকে ১৯৭১ সালের আগের কাগজ দেখিয়ে নাগরিকত্ব বা পূর্বপুরুষের নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে হয়েছে। কাগজ জমা দেওয়া সত্ত্বে ও ১৯ লক্ষ মানুষ বাদ পড়েছেন। তাঁদের মধ্যে প্রায় ১৪ লক্ষ হিন্দু, ৫ লক্ষ মুসলমান। বাদ পড়া মানুষের মধ্যে অধিকাংশই মহিলা ও শিশু। একই পরিবারের মধ্যে কেউ আছেন, কেউ বাদ - এরকম বহু কেস। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে বিজেপি নেতা সমর্থকদের পরিবার ও বাদ পড়েছেন। কাছাড়ের বিজেপি নেত্রী ববিতা পাল বাড়ি বাড়ি গিয়ে এন আর সির পক্ষে প্রচার করেছিলেন। লিস্ট বের হবার পর দেখা গেল তারই নাম নেই। নাগরিকত্ব আইনে দেশের রাষ্ট্রপতিকে প্রথম নাগরিক ধরা হয়, ভারতের রাষ্ট্রপতি ছিলেন ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ, তার পরিবারের লোক বাদ পড়েছেন। বাদ পড়েছেন আসামের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সৈয়েদা আনোয়ার তৈমুর। বাদ পড়েছেন দেশের হয়ে কারগিলে লড়াই করা সেনা জোয়ান সানাউল্লাহ।

• যারা বাদ পড়বেন তাঁদের কী হবে ?

তাঁদের ফরেনার্স (বিদেশি) ট্রাইবুনালের মাধ্যমে নাগরিকত্ব ফেরত পাওয়ার আবেদন করতে হবে। কিন্তু তা অত্যন্ত খরচসাপেক্ষ এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। আসামে এন আর সি করতে সরকারি কোষাগারের ১৬০০ কোটি এবং মানুষের পকেট থেকে ৮০০০ কোটি টাকার বেশি নষ্ট হয়েছে। ট্রাইবুনালে আবেদন করেও নাম না উঠলে কী হবে, তা নিয়ে সরকারা বা সুপ্রিম কোর্ট কিছুই বলেনি। বিজেপি নেতারা বলেছে এন আর সি - ছুটদের বাংলাদেশে পাঠানো হবে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী ও বিদেশমন্ত্রী গত পাঁচ মাসে অন্তত চার বার বাংলাদেশ সরকারকে আশ্বস্ত করেছেন এন আর সি - রকোনও প্রভাব বাংলাদেশে পড়বে না সরকারের পরিকল্পনা এদের ডিটেনশন সেন্টারে পাঠানো। এই সেন্টারগুলি একদম জেলের মতো। আসামে অনেক গুলো ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরি হয়েছে।

• কী কী কাগজ দেখালে নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে পারব ?

এইখানেই এন আর সি - র আসল শয়তানি। এই আইনের ধারায় কোথাও বলা নেই কোন কাগজটা দেখালে আপনি নাগরিক প্রমাণিত হবেন। বাংলা বা,

গোটা দেশের ক্ষেত্রে নাগরিকত্ব ভিত্তি বছর বা কাট - অফ তারিখও বলা নেই। তা কি ১৯৭১ ? না ১৯৫১ ? না অন্য কিছু ? দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইতিমধ্যেই বলে দিয়েছেন যে ভোটার কার্ড , রেশন কার্ড , আধার কার্ড , পাসপোর্টে নাকি নাগরিকত্বের পরিচয় নয় । আপনার কাছে নাগরিকত্বের অন্য কোনও পরিচয়পত্র আছে কি ?

• বিজেপি বলেছে হিন্দুদের নাকি কোনও ভয় নেই এনআরসিতে ,ক্যা আইন দিয়ে তাদের রক্ষা করা হবে ।

সবথেকে বড় মিথ্যে এটাই । আসামে যারা বাদ পড়েছেন তারা বেশিরভাগই হিন্দু । নাগরিকত্ব সংশোধেনী আইন (ক্যা) দিয়ে হিন্দু উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব পাওয়া অসম্ভব ।ক্যা-আইনে বলছে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান থেকে ধর্মীয় নিপীড়িত হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিষ্টান, শিখ আর পার্সিরা ২০১৫ সালের আগে ভারতে এসে থাকলে তাদেরকে শরণার্থী মনে করা হবে । ফলে এন আর সি থেকে যে মুসলমানরা বাদ পড়বেন, তাঁরা সরাসরি হয়ে যাবেন ''বেনাগরিক'' আর বাকিরা সুযোগ পাবেন ক্যা -আইনের মাধ্যমে 'শরণার্থী হওয়ার । কিন্তু সে সুযোগ নিতে হলে প্রথমেই আপনাকে লিখে দিতে হবে আপনি এদেশের নাগরিক নন, আপনি বাংলাদেশ থেকে আশা শরণার্থী। আচ্ছা আপনারাই বলুন এই অঞ্চলে একজনও হিন্দু উদ্বাস্তু রাজি আছেন, রেশন কার্ড, আধার কার্ড, পাসপোর্ট ছেড়ে দিয়ে নিজেকে বাংলাদেশি শরণার্থী বলে লিখে দিতে ? এর ফলে যে আপনাকে এতদিন ধরে 'জাল ডকুমেন্ট' রাখার কেসে ফাঁসানো হবে না, কী করে জানছেন ? শুধু তাই নয়, আপনাকে এটাও আইনের কাছে প্রমাণ করতে হবে যে আপনি হিন্দু ও ধর্মীয় কারণে নিপীড়িত। আপনার জন্ম এখানে বা বসবাস এখানে । ডকুমেন্ট এখানকার । তাহলে কী ভাবে প্রমাণ করবেন আপনি বাংলাদেশর নাগরিক ছিলেন কীভাবে প্রমাণ করবেন যে আপনি (ধর্মীয় কারণে নিপীড়িত) হিন্দু ? এগুলো প্রমাণ করতে পারলেও আপনি কিন্তু শরণার্থী হয়ে থাকবেন, নাগরিক হবেন না । সুতরাং আপনার নাগরিক অধিকারগুলো (ভোটাধিকার, জমি, চাকরি, রেশন) কিন্তু প্রশ্নের মুখে পড়বে। পাঁচ বছর পর আপনি নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে পারবেন। নাগরিকত্ব দেবে কিনা, বা কত বছর বাদে দেবে, সেটা সরকারের মর্জির ব্যাপার।

• তাহলে ক্যা - আইন দেখিয়ে হিন্দু উদ্বাস্তুদের ঠকানো হচ্ছে ?

ক্যা - আইনের মাধ্যমে মুসলমান বিদ্বেষ চাগিয়ে তুলে হিন্দু উদ্বাস্তুদের ঠকিয়ে বেনাগরিক করার চক্রান্ত চলছে। ইতিমধ্যেই বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেছেন যে বাংলার মতুয়ারা, গোর্খারা নাকি নাগরিক নন । ভাবুন একবার ! যাঁরা এ দেশের ভোটার, নাগরিক, তাঁদের উনি বে-নাগরিক বলে দিলেন। বাংলার মতুয়া, গোর্খা সমাজ কখনও এই অপমান মেনে নেবেন না। দিলীপ ঘোষ আরো জানিয়েছেন এরাজ্যে নাকি দু' কোটি 'ঘুসপেটিয়া' আছে। জয়েন্ট সংসদীয় কমিটি (২০১৯) - এর রিপোর্টে সরকার নিজেই কবুল করেছে যে সারা দেশ মিলিয়ে মাত্র ২৫,৪৪৭ জন হিন্দু উদ্বাস্তু যারা নিপীড়নের প্রমাণ দেখিয়ে লং টার্ম ভিসা নিয়ে এদেশে ঢুকেছিলেন, শুধু তাঁরা ছাড়া আর কোনও হিন্দু উদ্বাস্তু ক্যা - আইনের দ্বারা নাগরিকত্বের সুযাগে পাবেন না। ক্যা - আইনের সাহায্যে

ডিটেনশন ক্যাম্প থেকে কাউকে ছাড়া হবে না ।

• এনআরসি – র কারণে কতজনের মৃত্যু হয়েছে ।

বাংলায় এনআরসি - র নথি জোগাড় করতে পারবেন না , এই ভয়ে ২৫ জন নাগরিক ইতিমধ্যে আত্মহত্যা করেছেন অথবা দুশ্চিন্তার কারণে মৃত্যু হয়েছে । আসামে ১০০ -র বেশি মানুষের এনআরসি - র কারণে মৃত্যু হয়েছে ।

• যেসব কথা আপনাকে দিনরাত শোনানো হচ্ছে ।

পশ্চিমবঙ্গে জনগণ নাকি মুসলিম অনুপ্রবেশের জ্বালায় বিপর্যস্ত যে তাদের চাকরি বাকরি জমি জমায় ক্রমাগত ভাগ বসাচ্ছে বাংলাদেশি 'ঘুসপেটিয়া'রা । আসুন দেখিনি প্রকৃত তথ্যটি কী । ২০১৮ - র সেপ্টেম্বরে তথ্যের অধিকার (আরটিআই) আইনে করা এক প্রশ্নের উত্তরে সরকার জানিয়েছে ''বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ''নিয়ে কোনও নির্দিষ্ট সংখ্যা সরকারের কাছে নেই । নীচের টেবিলটি দেখুন ।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার মুসলিম	পশ্চিমবঙ্গ	ভারত
১৯৮১-৯১	৩.৭%	৩.০৯%
১৯৯১-২০০১	২.৬%	৩.৩০%
২০০১-২০১২	২.৭%	২.৯%

ফলে বুঝতেই পারছেন ক্রমাগত পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কী ভাবে কমেছে, ফলে অনুপ্রবেশর গল্পটি কেমন ভাঁওতাবাজি । অনেক শিক্ষিত বাঙালি হিন্দুর মুখেও প্রায়ই শোনা যায় যে মুসলমানেরা নাকি চারটে করে বিয়ে করেন । ২০১৫-১৬ সালের জাতীয় স্বাস্থ্য সমীক্ষা রিপোর্টের ভিত্তিতে গণনা করে দেখা যাচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গে ১.৬৪% হিন্দু স্ত্রী জানিয়েছেন যে তাঁদের স্বামীদের আরও অন্তত এক বিবাহিত স্ত্রী আছেন । গোটা দেশে এই গড় ১.৪৪ % । মুসলমান নারীদের মধ্যে ২.৭৭% স্ত্রী জানিয়েছেন যে তাঁদের স্বামীদের আরও অন্তত এক বিবাহিত স্ত্রী আছেন । সর্বভারতীয় গড় ২.০৫% । অর্থাৎ, মুসলমান সমাজে স্বামীর একাধিক স্ত্রীর সঙ্গে বসবাস করা মহিলার সংখ্যা ৩ শতাংশের কম । অধিকাংশ মুসলমান পুরুষের চারটে বিয়ে, এই কথাটা নিখাদ মিথ্যা । উল্লেখযোগ্য হল, পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান, উভয়ের ক্ষেত্রেই একাধিক স্ত্রী থাকার অনুপাত ভারতের গড় অনুপাতের থেকে বেশি । আর সেন্সাসের তথ্য বলছে ভারতের বহুবিবাহের পরিমাণ সবথেকে বেশী আদিবাসীদের মধ্যে (১৫.২৫%), তারপর বৌদ্ধ (৭.৯%), জৈন (৬.৭%), হিন্দু (৫.৮%) এবং পঞ্চম স্থানে মুসলিমরা (৫.৭%) । ভাবুন কীভাবে ভুল তথ্য দিয়ে ক্রমাগত আমাদের মধ্যে বিভাজন তৈরি করা হচ্ছে । সত্যি কথা বলতে কি, সামাজিক যে সম্পদ তা ক্রমাগত অল্প কিছু মানুষের হাতে চলে যাচ্ছে । ২০১৮ সালের অক্সফ্যামের রিপোর্ট বলছে এক শতাংশ সবচেয়ে ধনীরা সামাজিক সম্পদের ৭৩ ভাগ নিজেদের দখল রেখেছে, বাকি ২৭ ভাগ পড়ে আছে আমার - আপনার মতো সাধারণ মানুষের জন্য । বিজেপি এই গভীর সমস্যা থেকে চোখ ঘুরিয়ে ক্রমাগত আমাদের মধ্যে বিভাজন তৈরি করার খেলায় নেমেছে । হিন্দু / মুসলিম, বাঙালী/ বিহারী, অসমীয়া হিন্দু/ বাঙালী - মুসলিম ক্রমাগত ভাঙতে ভাঙতে চলেছি আমরা নিজেরাই, যাতে নানান শোষণ, দুর্নীতি, ব্যাঙ্কলুঠ, মুলাবৃদ্ধি এগুলো নিয়ে আর একজোট হয়ে প্রতিবাদ না করতে পারি। এখন আপনি কী করবেন সে সিদ্ধান্ত আপনার।